পর্বঃ১

সকাল থেকেই বৃষ্টি চলছে।অনেকটা বেলা হয়ে গেছে।বৃষ্টিটা ধরে এলেই বেরুবে পল্লবী।আজ যেভাবেই হোক এগারোটার মধ্যে তাঁকে পৌঁছোতে হবে,নইলে শাড়ী গুলো এত সস্তায় সে পাবে না।বর্ষার পর শুরু হবে পূজোর মরশুম,চারদিকে আগমনীর সুর বাজবে,আনন্দময়ীর আহ্বান হবে,উৎসবের ঢাক বাজবে।তারও লক্ষ্মীর ভাড়ারে এসে কিছু পড়বে।প্রতিটি ঋতুর আমেজ ও তার গতিবিধি পল্লবীর মজ্জায়,কোন মরশুমে কি শাড়ী বিক্রি হবে,ঘরে ঘরে মায়েদের বোনেদের হাতে কি শাড়ী ধরিয়ে দেবে,সে ভালোভাবেই জানে বলে কিছু পয়সা বেশী কামিয়ে নেয়।তাছাড়া পরিশ্রম তো আছেই,তার তোয়াক্কা সে করে না।এই ঘরে ঘরে শাড়ী বিক্রি করে,মহাজনদের,তাঁতিদের ভাগ দিয়ে তার হাতে যা থাকে তাতে গোটা বছরের ভাত কাপড়ের যোগাড় সে
 করে নেয়।

বৃষ্টির তেজ বেড়ে গেছে।যেন আকাশ থেকে বাদল ফেটে নেমে আসছে। জন মানব কাউকে দেখা যাচ্ছে না।গাড়ীগুলো ছুটছে আর অসংখ্য মোটর বাইক চলছে দূরন্ত গতিতে।পল্লবী স্কুটারটা ধীরে চালাচ্ছে।সামনে দু তিন মিটার দূরত্বে কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।আকাশটা যেন পাগলামিতে মেতে উঠেছে।হেলমেট মাথায় চাপানো,খুব সাবধানে এগোচ্ছে।নারায়নগঞ্জের রাস্তাগুলো ঢাউস,টু ওয়েজ,বাইক চালানো তাঁর কাছে সহজ,সে ওভারটেক করে না, ট্রাফিক রুলস মেনে চলে।আজ তাঁর একটু ভয় ভয় করছে,মনে হচ্ছে একি দুর্যোগ ঘনিয়ে এল।সে তাঁর জীবনের প্রতিটি দুর্যোগকে নির্ভয়ে পেরিয়ে এসেছে।নির্ভিক,বলিষ্ট,নির্বিকার চিত্তকে আঁকড়ে ধরে মাথা উঁচু করে মোকাবিলা করেছে তাঁর স্বামী শ্বশুরের সঙ্গে।অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে,বিকৃত মনোভাবকে উপেক্ষা করে জয়ী হয়েছে।আজ তাকে প্রকৃতির প্রকোপের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে।ঝড় ,বৃষ্টি অতিক্রম করে
তাকে চলতে হচ্ছে।তার জীবন পথে যতই বাঁধা আসুক না কেন তাকে থেমে গেলে চলবে না।জীবনের ঝুকি তার ভাগ্যে পাওয়া।

ঝুকি তাকে নিতেই হচ্ছে,মহাজনকে অগ্রিম কিছু টাকা আজই দিতে হবে।অর্ডার পাবার আজ শেষ দিন,টাকাটা যোগার করতে হয়েছে অনেক কষ্টে।অনেকেই শাড়ী কিনে নিয়ে যায় কিছু অগ্রিম দিয়ে,বাকী টাকা কিস্তিতে দেয় গৃহবধূঁরা। অনেক সময় সংসারের খরচের টাকা থেকে জমিয়ে স্বামীকে লুকিয়ে দিয়ে যায়।স্বামী সংসারের এ লুকোচুরী বাংলার ঘরে ঘরে চলছে।অবশ্য পল্লবীর মতো যে সংসারের হাল স্ত্রীদের হাতে তাদের

ক্ষেত্রে এর ব্যাতিক্রম আছে বৈ কি।কারন পল্লবী তো তার জীবন সংসারে নিজেই যুদ্ধ করে চলেছে।তার এ যুদ্ধ যেন শেষ নেই।